চামড়ার দাম : অন্তরালে সঙ্কটের পদধ্বনি?

ঈদের আগের আলোচনায় প্রধান বিষয় ছিল কত দামের এবং কী পরিমাণে গরু উঠেছে হাটগুলোতে। ঈদের দিন দুপুর থেকে আলোচনা আর উদ্বেগ শুরু হয়েছে চামড়ার দাম নিয়ে। সারাদেশেই অস্বাভাবিক কম দামে কুরবানির চামড়া বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন যারা কুরবানি করেছেন তাঁরা। কুরবানির পর তাদের প্রধান দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় কত দ্রুত চামড়া বিক্রি করা যাবে? প্রচণ্ড গরমে চামড়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, এই টাকা তো এতিম কিংবা মাদ্রাসা মসজিদের জন্য, এই ভাবনা থেকে যা দাম পাওয়া যায় তাতেই বিক্রি করে দেয়ার মানসিকতা প্রায় সবার থাকে। কিন্তু ৭০ হাজার টাকার গরুর চামড়া ৩০০ টাকাতেও বিক্রি করা যাবে না, কিংবা খাসির চামড়া ১০ টাকা, এটা মানতে পারছেন না তাঁরা। ৩১ বছর আগে ১৯৮৯ সালে ৭০০ টাকায় গরুর যে চামড়া বিক্রি হয়েছে এবার তার দাম ৩০০ টাকা।

ঈদের আগে সরকার চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল। চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয় বর্গফুট হিসেবে। গরুর চামড়া ঢাকায় ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ঢাকার বাইরে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। খাসির চামড়া ১৮ থেকে ২০ টাকা, বকরির চামড়া ১৩ থেকে ১৫ টাকা প্রতি বর্গফুট। এই দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করেই। কিন্তু এর তিন ভাগের এক ভাগ দামেও চামড়া বিক্রি করতে পারেননি অনেকেই।

একটি পূর্ণবয়স্ক বড় গরুতে ২৫ থেকে ৩৫ বর্গফুট, মাঝারি গরুতে ১৫ থেকে ২৫ বর্গফুট, ছোট গরুতে ৯ থেকে ১৫ বর্গফুট এবং ছাগলে ৫ থেকে ৮ বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়।

প্রাণী সম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে ধারণা করা হচ্ছে এবারের ঈদে ১ কোটি ১৮ লাখ গরু খাসি কুরবানি উপলক্ষে হাটে উঠেছিল যার মধ্যে ১ কোটি ৮ লাখ বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫ লাখ গরু এবং ৭৩ লাখের মতো ছাগল, মহিষ। উট, দুম্বা, ভেড়াও কিছু কুরবানি হয়েছে তবে তার পরিমাণ উল্লেখ করার মতো নয়। ট্যানারিস এসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী দেশে বছরে ২২ কোটি বর্গফুট চামড়া উৎপাদন হয়। এর মধ্যে প্রায় ১০ কোটি বর্গফুটের বেশি চামড়া সংগৃহীত হয় কুরবানি ঈদের সময়। দেশে সংগৃহীত চামড়ার ৬৫ শতাংশ গরুর, ৩২ শতাংশ ছাগল, ২ শতাংশ মহিষ, ১ শতাংশ ভেড়ার চামড়া। কুরবানির ঈদে সংগৃহীত ১০ কোটি বর্গফুট চামড়ায় সাধারণ মানুষ সরকার নির্ধারিত দামের তুলনায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা কম পেল। আবার ৩০০ টাকায় যে চামড়া কিনেছেন তার পিছনে দুই আড়াই 'শ টাকা খরচ হবে তারপর তা ট্যানারিতে বিক্রি হবে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকায়। প্রতি চামড়ায় ৬০০ টাকা লাভ করার স্বপ্ন দেখছেন আড়তদার ও ব্যবসায়ীরা। ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা লাভ হবে তাদের। সাধারণ মানুষ কম পাবেন ৫০০ কোটি টাকা আর ব্যবসায়ীরা লাভ করবেন ৬০০ কোটি টাকা। ভালই হোল ঈদের ত্যাগ ও চামড়া বানিজ্য!

চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে প্রায় ১০টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। প্রথম ধাপে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। একটি গরুর চামড়ায় ৮ থেকে ১০ কেজি লবণ লাগে। প্রায় আড়াই লাখ টন লবণ লাগবে চামড়া সংরক্ষণের জন্য। সুযোগ বুঝে লবণ ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বস্তাপ্রতি দুই তিন শ টাকা। লবণ, জনবল ও অন্যান্য খরচসহ সংরক্ষণ করা প্রতি বর্গফুট চামড়ার দাম দাঁড়ায় ৭৫ থেকে ৮০ টাকা। চামড়ার প্রধানত দুটি গ্রেড হয়। এ গ্রেড এর চামড়া ১২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকায় বিদেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশের চামড়া ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, তাইওয়ানসহ অনেক দেশে রপ্তানি হয়। বিশ্ববিখ্যাত পুম, হুগোবস, গুচ্চি, পিভলিনসসহ অনেক কোম্পানি তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ করে বাংলাদেশ থেকে।

চামড়ার বিশ্ববাজার অনেক বড়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেকনাভিওর জরিপ অনুযায়ী চামড়া পণ্যের বিশ্ববাজার ২৪০ বিলিয়ন বা ২৪ হাজার কোটি ডলার। ২০১৭-১৮ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার যা বিশ্ববাজারের মাত্র দশমিক ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্ববাজারের ১ শতাংশ বা ২০০ কোটি ডলার রপ্তানি করতে হলে আমাদের দেশের বর্তমান রপ্তানি দ্বিগুণেরও বেশি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ প্রধানত তিন ধরণের পণ্য রপ্তানি করে। প্রক্রিয়াজাত করা চামড়া, চামড়াজাত পণ্য এবং জুতা, স্যান্ডেল। সবচেয়ে বেশি হয় জুতা জাতীয় পণ্য যা রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশ। নব্বই এর দশকে বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনাম প্রায় সমান সমান রপ্তানি করত, ১৫ কোটি ডলার। বর্তমানে ভিয়েতনামের চামড়াজাত দ্রব্যের রপ্তানি আয় ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। চামড়া খাতের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে ২০১৭ সালকে চামড়া বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল । আর তার পর থেকে কাঁচা চামড়ার দাম প্রতিবছর কমে যাচ্ছে।

চামড়ার দাম কমলেও জুতার দাম কিন্তু বাড়ছেই। এক জোড়া জুতা তৈরিতে সাড়ে তিন বর্গফুট চামড়া লাগে, এর বাইরে আরও দেড় বর্গফুট লাগে জুতার লাইনিং এর জন্য। সর্বমোট ৫ বর্গফুট চামড়া লাগে এক জোড়া জুতায়। বাংলাদেশে ১ হাজার টাকার নিচে কি জুতা, স্যান্ডেল পাওয়া যায়? মাঝারি মানের জুতা কিনতে গেলে ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা লাগে। কিন্তু চামড়ার দাম কত? চামড়া শিল্পের শ্রমিক এবং জুতা শ্রমিকদের মজুরি বাংলাদেশে সবচেয়ে কম। চামড়ার দাম এবং শ্রমিকের মজুরি কম হলেও জুতার দাম কিন্তু কম নয়। শ্রমিকের মজুরি কম, কৃষক ফসলের দাম পায় না ফলে তার ক্রয় ক্ষমতা কম এবং এর প্রভাব চামড়া শিল্পেও পড়েছে। ১৬ কোটি মানুষের দেশে ৬ কোটি ৩৪ লাখ শ্রমশক্তি। এই শ্রমজীবীরাও যদি বছরে ১৫০০ টাকা দামের এক জোড়া চামড়ার জুতা ব্যবহার

করে তাহলে ১০ হাজার কোটি টাকার জুতা বিক্রি হতে পারে এবং যার জন্য চামড়া প্রয়োজন ৩২ কোটি বর্গফুট। কিন্তু এখন ২২ কোটি বর্গফুট চামড়া নিয়েই আমাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের চামড়া পণ্যের প্রধান বাজার জাপান, সেখানে মোট রপ্তানির ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ রপ্তানি হয়ে থাকে। জাপানে একজন দক্ষ চামড়া শ্রমিকের প্রতি ঘণ্টার মজুরি ২৫ ডলার আর বাংলাদেশে যা দশমিক ৫০ ডলারের কম। অর্থাৎ জাপানের শ্রমিকের মজুরি বাংলাদেশের চাইতে ৫০ গুণ বেশি। চামড়ার ব্যাগ জাতীয় পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার চীন। এ ছাড়াও বেলজিয়াম, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালিসহ বিভিন্ন দেশে চামড়ার ব্যাগ রপ্তানি হয়। চামড়ার জুতার বড় বাজার জার্মানি। কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স,ইতালি, পোল্যান্ড, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় বাংলাদেশের চামড়ার জুতা। বাংলাদেশের গরু ও ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া খুব উন্নতমানের। চামড়া কম পুরু, তাই সহজে নরম করা যায়। চামড়ার উপরিভাগ মিহি তাই ভাল মানের জুতা তৈরি করা যায়। চামড়ার মান ভালো, দাম কম, শ্রমিকের মজুরি কম এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও চামড়া শিল্প এগুচ্ছে না কেন?

শুনছি সারা বিশ্বে নাকি চামড়ার দাম কমে যাচ্ছে, আবার শুনছি চামড়া যেন ভারতে পাচার না হয় সে কারণে বর্ডার গার্ড সতর্ক আছে? এরপর ঘোষণা এলো কাঁচা চামড়া রপ্তানি করা যাবে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। বোকার মতো সহজ ভাবে বুঝলে মনে হয় ভারতে চামড়ার দাম বেশি, তা না হলে বাংলাদেশ থেকে চামড়া ভারতে যাবে কেন? ভারত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদন করে, সবচেয়ে বেশি মাংস রপ্তানি করে। তার সহজ অর্থ ভারতে চামড়াও বেশি উৎপাদন হয়। সেই ভারতে বাংলাদেশের কাঁচা চামড়া কেন যায়? ভারতে দাম বেশি এবং চাহিদা বেশি হলে বাংলাদেশে তা সম্ভব হয় না কেন? ট্যানারি মালিক, আড়তদার, চামড়া ব্যবসায়ীদের মিলিত চক্রে চামড়া খাত কি হাঁসফাঁস করতে থাকবে? এই অজুহাতে শিল্প মালিকরা সহজ শর্তে ঋণ পাবে, ভারতে কাঁচা চামড়া রপ্তানি শুরু হবে আর সম্ভাবনার চামড়া শিল্প সঙ্কটের শিল্প বলে আখ্যা পাবে।

একদল মানুষ বলছেন ভালোই চলছে সব কিছু। উন্নয়ন হচ্ছে বিপুল গতিতে, চারিদিক শান্ত, জনগণ সন্তুষ্ট। কিন্তু অন্যদিকে তাকালে দেখা যায়, কৃষক সরকারের বেধে দেয়া দামে ধান বিক্রি করতে পারে না। কম দামে ধান বেচতে বাধ্য হয়। ক্ষোভে ধানের খেতে পাকা ধানে আগুন লাগিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে পত্রিকায় খবর এসেছিল। আলু চাষিরা আলুর দাম না পেয়ে রাস্তায় আলু ছড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিল। এবার মধ্যবিত্তরা কুরবানির চামড়া সরকারের নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে পারলো না। যারা চামড়া সংগ্রহ করেছিল তাদের কেউ কেউ রাস্তায় চামড়া ফেলে গেছে। কোন কোন এলাকায় মাটিতে পুতে ফেলার খবরও এসেছে। কুরবানির ত্যাগের সুযোগে প্রায় পাঁচ 'শ কোটি টাকা চামড়া ব্যবসায়ী কিছু ফড়িয়ার হাতে চলে গেল। অনেক কিছু সহ্য করতে করতে আমাদের চামড়ার সহ্য ক্ষমতা এখন অনেক। নির্বাচন বা ভোটের অন্তরালে কিংবা কুরবানির ত্যাগের অন্তরালে যাই হোক না কেন কি আসে যায়? কিন্তু এভাবে ভাবতে থাকলে এক কঠিন ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে অপেক্ষা করবে। দেশে গরু, ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় গরুর জন্য ভারত নির্ভরতা প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এখন সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে সাময়িক লাভ করতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সংকটে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের চামড়া খাত। ভারতের চামড়া শিল্পের সহযোগী হওয়ার পটভূমি কি তৈরি হতে যাচ্ছে? পাট শিল্প যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে, চামড়া শিল্প কি সেই পরিণতির দিকে যাত্রা করছে? এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে চামড়া শিল্পকে বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সকল দেশপ্রেমিক মানুষকে।

ঢাকায় বাসদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত

কুরবানির পশুর চামড়া নিয়ে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের কারসাজির প্রতিবাদে ঢাকায় বাসদের মানববন্দন

সরকার নির্ধারিত রেটের তোয়াক্কা না করে, সিন্ডিকেট করে পানির দামে চামড়া বিক্রি করতে জনগণকে বাধ্য করার প্রতিবাদে এবং চামড়া সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৪ আগস্ট '১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার আহ্বায়ক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন–সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ ঢাকা নগরের সদস্যসচিব জুলফিকার আলী, সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসু। এছাড়াও বাসদ বরিশাল, বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে সমাবেশ, বিক্ষোভ-মানববন্দন অনুষ্ঠিত হয়।